দৈনিক বাংলা

১২৪

10 AUG 1988
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
বাংলাদেশ
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

ফরিদাবাদ হাই স্কুলের সমস্যা

পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফরিদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় আজ প্রশাসনিক অব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অনিয়ম এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

২০/২৫ বছরের পুরাতন এই বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক দায়িত্বভার কোন দিনই উপযুক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী লোকের হাতে পড়েনি। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি আছে বটে, কিন্তু কোন কালেই নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হয়নি। তাই বিদ্যালয়টির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার বা এর উন্নয়নের ব্যাপারে কাউকে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না। কিছু সংখ্যক ভালো শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অভিযোগ ও কিছু কিছু স্বার্থপর ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের অপসারণ দাবী করে আসছেন। বিদ্যালয়ে প্রায় দু হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে ক্লাস করতে হয়। বিদ্যালয়ে কোন মিলনায়তন নেই। ছাত্রীদের কোন কমন রুমের ব্যবস্থাও নেই। মোট কথা, বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। বিদ্যালয়টি দুই শিফটে পরিচালিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিদ্যালয়ের আঙিনার মধ্যে ১৩/১৪টি দোকান ভাড়ায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু, এসব দোকানের ভাড়া এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতনের টাকা ঠিকমত বিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ

জনমত

রয়েছে—বিদ্যালয়ে টাকার হিসাবপত্র নেই। আয় ও ব কাগজপত্রে রয়েছে বিরাট ঘাপ এসব অভিযোগ গুরুতর। মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে বি লয়ে অডিট টিম প্রেরণ করে হিসাব-নিকাশের খাতা তদন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ বেন এটাই তাদের প্রতি আম আবেদন।

—মাহবুবউদ্দীন চৌধুরী,
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪